কুষ্টিয়া-২ ইনুকে হারিয়ে এমপি হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফীন

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে নৌকার প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিন। কামারুল আরেফিন ট্রাক প্রতীক নিয়ে ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৯৯ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। আর হাসানুল হক ইনু নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৯২ হাজার ৪৪৫ ভোট। প্রায় ২৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন কামারুল আরেফিন।

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত জাসদ থেকে নির্বাচন করে পরাজিত হলেও ২০০৮ সালে এসে মহাজোট থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে বিজয়ী হন। এরপর ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও ২০১৮ সালে বিএনপি-জামায়াতকে কোণঠাসা করে জয়ী হন বড় ব্যবধানে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ইনু ২ লাখ ৮০ হাজার ৬৩৬ ভোট। তবে এবার এসে তার ভোটের সংখ্যা মাত্র ৯২ হাজার। এর আগে ৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ভোটের হিসেব করলে দেখা যায় ৩০ হাজারের সামান্য বেশি ভোট পেয়েছিলেন তিনি।

এদিকে গত ১০ বছরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে নানা কারনে দ্বন্দ্ব প্রকট হয় ইনুসহ জাসদের। যার ফলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এসে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরোধিতার মুখে পড়েন। ইনুকে চ্যালেঞ্জ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও সদ্য পদত্যাগী উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

কামারুল আরেফিন ৮০’র দশকে ছাত্রলীগের রাজনীতির মাধ্যমে। এরপর যুবলীগের রাজনীতি শুরু করেন। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ছিলেন। পরে হামলা-মামলায় টিকতে না পেরে পালিয়ে যান এলাকা ছেড়ে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর এলাকায় ফিরে আসেন। এরপর ২০১১ সালে সদরপুর ইউনিয়ন থেকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বিপুল ভোটে। পরে কাউন্সিলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালের পর ইউপি চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে বিপুল

ভোটে জয়ী হন। এরপর ২০১৮ সালে এসেও একই পদে জয়ী হন তিনি।

আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে মিরপুর ও ভেড়ামারায় তার জনপ্রিয়তা আছে কর্মিদের মাঝে। দেশ সেরা উপজেলা চেয়ারম্যান হয়েছেন কামারুল। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ইনুর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। নানা প্রতিকুলতার পরও তাকে মাঠ থেকে সরাতে পারেনি ইনু। বিরোধিতার পরও ভোটের মাঠে ম্যাজিক দেখিয়ে ইনুকে ঘায়েল করেছেন জয়ী হয়েছেন।

জয়ী হওয়ার পর দুই উপজেলার হাজার হাজার মানুষ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে আসেন।

জয়ী হয়ে কামারুল আরেফিন বলেন, ‘আমি জনতার নেতা। সব ছেড়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম। জনগন ভোট দিয়ে আমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। আমি শুকরিয়া জানাই আল্লাহর দরবারে। মিরপুর-ভেড়ামারাবাসীর এ দেনা আমি কখনো শোধ করতে পারব না। শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করে যাব।’

এদিকে ইনুর পরাজয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

এদিকে ৩৩ বছর পর এমপি পেল মিরপুরবাসী। সর্বশেষ ১৯৯১ সালে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন আব্দুর রউফ চৌধুরী। এরপর ভেড়ামারা থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছে বারবার। তার আগে ১৯৮৬ সালে জামায়াতের আব্দুল ওয়াহেদ এমপি হন প্রথমবারের মতো।

কুষ্টিয়া-২ আসনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন মুসতানজীদ লোটাস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সরদার মোঃ মুসতানজীদ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে কুষ্টিয়াস্থ আলেয়া ভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।

তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার নির্বাচনী প্রতীক কেটলি মার্কা নিয়ে নির্বাচনের প্রচারণা করছিলেন। তিনি কুষ্টিয়া নাগরিক কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের কুষ্টিয়া জেলা শাখার (বিএমএ) সভাপতি এবং কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ।

তিনি সাংবাদিকদের জানান, গত কয়েকদিন আগে আমার ছোট ভাই মৃত্যুবরণ করেন, ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তার অনুপস্থিতি আমার সমস্ত কর্মকান্ডকে বিপর্যস্ত করেছে। তাই আমি আমার পরিবারের সাথে আলাপ আলোচনা করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিলাম।

কাকে সমর্থন করবেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, আমি নির্বাচন করবোনা এবং আপাতত কাউকে সমর্থন করছিনা বলে জানান।

নাগরিক কমিটির সভাপতি হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আমি দীর্ঘদিন স্বাস্থ্য সেবা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আছি এবং নাগরিক কমিটি জেলা শাখার সভাপতি। আমার এই সেবা অব্যাহত থাকবে। আমি মানুষের কাছে যেভাবে ছিলাম, সেভাবেই থাকব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির সঙ্গে অবস্থান করি।

এসময় তার স্ত্রী ডা. ফাতেমা আশরাফ, মেয়ে মোমতাহিনা ফাতিমা, সহ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাক হাতে নিয়ে ভোট চাইছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফীন

নির্বাচনী প্রতীক ট্রাক। এই প্রতীকে নির্বাচন জিততে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ভোট চাইছেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফীন।

তিনি মিরপুর উপজেলা আ’লীগের সাধারন সম্পাদক ও সদ্য পদত্যাগকারী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।

স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হিসেবে কামারুল আরেফীন ট্রাক প্রতীকে প্রতিনিয়ত গণসংযোগ করছেন।

শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) সারাদিন মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তিনি গণসংযোগ করেন। এ সময় তাকে পেয়ে ভোটারদের মধ্যেও আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

ভোটের প্রচার-প্রচারণা শুরুর পর থেকে গণসংযোগে বেরিয়ে পড়েন কামারুল আরেফীন। মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে নিজের প্রতীক ট্রাক প্রতীকে ভোট চান।

কামারুল আরেফীন গ্রামের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বণিতা, তরুন-তরুনীদের সঙ্গে কথা বলে তাদেরও ভোট আদায়ের চেষ্টা করছেন। বলছেন, নির্বাচিত হলে তিনি এই আসনের আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দেবেন। এলাকার মানুষ এখন যে শোষণের মধ্যে আছেন, তিনি তা থেকে সবাইকে বের করে আনবেন। তিনি শোষক হিসেবে নয়, সেবক হিসেবে মানুষের পাশে থাকতে চান। সেবা করতে চান।

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছেন ভোটের মাঠে।

কামারুল আরেফীন বলেন, দুই উপজেলায় সর্বশ্রেণীর মানুষ আমার ট্রাক প্রতিকের পক্ষে মাঠে নেমেছে। এই দুই উপজেলার শুধু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা নয় সাধারণ মানুষ আমাকে ভালবাসে, এটা দুই উপজেলার মানুষ আরেকবার প্রমাণ করেছেন। আমি তাদের ভালবাসার প্রতিদান দিতে চাই। ‘জনগণ পরিক্ষিত ত্যাগী ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম জনপ্রতিনিধি চান। তারা ঐক্যবদ্ধ। ফলে তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।’

প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে তিনি মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগনিক সম্পাদক ও ২০১১ সালে মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কামারুল আরেফিন। একই সালে তিনি বিপুল ভোটে সদরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১৪ সাল এবং ২০১৮ সালে তিনি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশসেরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে পদক লাভ করেন তিনি।